গোপেন-ওপেন

প্রচেত গুপ্ত

গোপেন-ওপেন ।। প্রচেত গুপ্ত

সিমন্তিনী নিজের ঘরে বসে "গোপেন-ওপেন" খেলছে। 'গোপেন-ওপেন' একটা বিপজ্জনক খেলা। সীমন্তিনী জানে, এই খেলার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তবু সে খেলবে। মেয়েদের এই এক সমস্যা, সতেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে প্রেমে পড়লে, তারা যে কোনওরকম বিপজজনক কাজ করতে পারে। কোনও কিছুকেই তোয়াক্কা করে না।

সীমন্তিনীর বন্ধু দিশা মাঝে-মাঝেই সিরিয়াস মুখ করে নানা ধরনের উদ্ভট থিয়োরি বলে।

সীমন্তিনী নাম দিয়েছে "দিশাথিয়োরি'। প্রেমের ব্যাপারেও 'দিশাথিয়োরি' রয়েছে। দিশা বলেছে, "ঠিক দুপুরবেলা যেমন ভুতে মারে ঢেলা, তেমন এই বয়সে প্রেমে পড়লে মেয়েদের ঘাড়ে ভূত চাপে।"

বন্ধুরা অবাক হয়ে বলল, "ভূত! প্রেমের সঙ্গে ভূতের কী সম্পর্ক?"

দিশা গম্ভীর মুখে বলেছে, "অবশ্যই আছে। ভূতের নাম একটু বড়, বাংলা-ইংরেজি মেশানো, নাম হল, "যা হবে হোক, ডোন্ট কেয়ার'। এই ভূত মারাত্মক। ব্রেনে ঢুকে অপারেট করে। অন্য ভূত যেমন ভয় পাওয়ায়, 'যা হবে হোক, ডোন্ট কেয়ার" ভূত উলটো করে, ভয় তাড়ায়। আর তাতেই যা বিপদ হওয়ার হয়ে যায়।"

বন্ধুরা বলে, "বিপদ কেন? ভয় না থাকা তো ভালই।"

দিশা বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব করে বলে, "ভাল না মন্দ জানি না, তবে এই ভূতের ঠেলায় বিপদ মাস্ট।" বন্ধুরা হেসে বলল, "দুর। যতসব হাবিজাবি থিয়োরি। একটা উদাহরণ দে।"

দিশা বলল, “দেব? রাগ করতে পারবি না কিন্তু।”

বন্ধুরা বলল, “ঠিক আছে, রাগ করব না।”

দিশা আহেলির দিকে চোখ সরু করে তাকিয়ে বলল, “সেদিন তোর পা মচকে গিয়েছিল কেন?”

আহেলি ভুরু কুচকে বলল, “মানে? আমার পা মচকানোর সঙ্গে বিপদের কী সম্পর্ক? তোর ভূতেরই বা কী সম্পর্ক?”

দিশা বলল, “আহা, তুই সকলের সামনে বল না। কেন পা মচকেছিল?”

আহেলি এবার নার্ভাস হেসে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “পা আবার কেন মচকাবে? যে কারণে পা মচকায় সে কারণে মচকেছে...”

বন্ধুরা এবার আহেলিকে চেপে ধরে বলল, “বল না, গর্তে পা পড়ে গিয়েছিল? সিঁড়িতে পা মচকেছিস? নাকি হিল বিট্রে করেছে?”

আহেলি ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে বলল, “ওসব কিছু নয়, বাস থেকে নামতে গিয়ে...”

দিশা মুচকি হেসে বলল, “কোন বাস থেকে নামতে গিয়েছিলি? রানিং বাস নাকি থামা?” আহেলির মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। সে রাগ করে বলল, “এই প্রশ্নের মানে কী? থামা বাস থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খাব কেন? বাসটা চলছিল, স্পিড কমালে আমি নামতে গেলাম, গিয়ে ডান পা-টা...”

বন্ধুরা রাগ দেখিয়ে বলল, “বলিস কী রে! রানিং বাস থেকে নামছিলি! তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আহেলি? ইস, বড় কেলেঙ্কারি হয়নি, তাই

অনেক। পা ভেঙে যেতে পারত। তোর একটু ভয় করল না? মনে হল না, বিপদ হতে পারে?”

দিশা মুখ গম্ভীর করে বলল, “আমি কি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি, তোমরা কি আমাকে সেই পারমিশন দিচ্ছ?”

আহেলি আঙুল তুলে বলল, “খবরদার দিশা, একদম বাজে কথা বলবি না।”

আহেলির এই শাসানি শুনে সকলের ইন্টারেস্ট একশো গুণ বেড়ে গেল। সকলে মিলে দিশাকে চেপে ধরে বলল, “তোকে বলতেই হবে দিশা। বল কী হয়েছে।”

দিশা ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানি না টাইপ গলা করে বলল, “আহেলির দোষ নেই। বেচারিকে তোরা কিছু বলিস না। সেদিন ফটফটে বিকেলে ওর ঘাড়ে চেপেছিল, “যা হবে হোক, ডোন্ট কেয়ার’ ভূত। সেই ঘাড় ধরে রানিং বাস থেকে ওকে নামিয়ে দিয়েছিল। তার কারণ, সেই সময় হঠাৎ আহেলি দেখতে পায়, রাস্তার ওপাশে, ফুটপাথে হাঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। বাস এলেই ফটাস করে উঠে ভ্যানিস হয়ে যাবে! আহেলির মন এলোমেলো হয়ে গেল। সে আগুপিছু না ভেবে রানিং বাস থেকে দিল লাফ। ব্যস, পা-ও মচকে গেল।”

বন্ধুরা চোখ বড় করে বলল, “হাঁড়ি! সেটা কে?” দিশা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই আহেলি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিশা মাথার উপর দু’হাত তুলে হাসতে-হাসতে বলল, “বাঁচাও, বাঁচাও!”

শুভ্রজিতকে আহেলি "হাঁড়ি' নামে ডাকে, আদরের ডাক। এই ছেলের মুখ নাকি সবসময় হাঁড়ির মতো গোমড়া হয়ে থাকে। এমনকী, সে যখন আহেলির সঙ্গে বেড়ায়, রেস্তরাঁয় কফি খায়, পাশে বসে সিনেমা দেখে, তখনও তার মুখ গোমড়া। আহেলির এই গোপন 'হাঁড়িকাহিনি' বন্ধুরা অনেকেই জানত না। দিশা কোনওভাবে জেনে ফেলেছে। কী করে সকলের সামনে ফাঁস করা যায় তক্কে-তক্কে ছিল। সেদিন চান্স পেয়েই বলে দিয়েছে। বাস থেকে নামতে গিয়ে আহেলির পা মচকেছিল ঠিকই, কিন্তু শুভ্রজিৎ কোনওভাবেই তার জন্য দায়ী নয়। আহেলির গোপন কথা ফাঁস করার জন্যই দিশা খানিকটা রং লাগিয়েছে।

"দিশাথিয়োরি'। সত্যিই হোক আর ঠাট্টাই হোক, সীমন্তিনীকে যে এখন বিপজ্জনক খেলা খেলতে হচ্ছে, এটা সত্যি। খেলার সময় তার বুক দূরদুর করছে। খেলা যে কোনও সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

ডিনারের পর সীমন্তিনী রাত জেগে খানিকটা লেখাপড়া করে, ছোটবেলা থেকে অভ্যেস। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত মা পাশে বসে থাকত, এখন পারে না। অফিসের চাপ বাড়ছে। বাড়িতে ফেরে টায়ার্ড হয়ে। ডিনার করতে-করতেই ঢুলতে শুরু করে। মা বলেছে, "সিমই, তুমি বড় হয়েছ, আগের মতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিজের ঘরে একাই পড়তে পারবে। আমাকে ডিসটার্ব করবে না। আমি ঘুমোতে চললাম।"

সীমন্তিনী শুকনো মুখ করে বলেছে, "ঠিক আছে তাই হবে। আমি একাই পড়বো।"

মা বলেছে, "গুড গার্ল। তবে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"কী কথা?"

মা বলল, "রাতে পড়ার সময় তুমি কম্পিউটার নিয়ে বসবে না, কেমন?"

তারপর থেকে সীমন্তিনী একাই ঘরে বসে পড়ে এবং কম্পিউটার খোলে না। তবে বড় হয়ে গেলেও মাঝে-মাঝে হালকা ভয়-ভয় করে। অনেকটা শীতশীত করার মতো। তখন ঘরের জানালা বন্ধ করে দেয়। অবশ্য আজ দরজা বন্ধ করার কারণ ভয় নয়, হঠাৎ যেন কেউ ঘরে না ঢুকে আসে। অবশ্য সে সুযোগ খুবই কম। ডিনারের কিছুক্ষণের মধ্যেই মা, বাবা, ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়েছে। পঁচাত্তর বছরের ঠাম্মা আগে নাক ডাকত না, এখন অল্প-অল্প ডাকা শুরু করেছে। পাশের ঘর থেকে আওয়াজ শোনা যায়।

চেয়ারে বসে পড়েছে সীমন্তিনী। সেই সঙ্গে 'গোপেন-ওপেন' খেলছে। এই খেলা তাকে শিখিয়েছে অনুলিপি। অনুলিপি তার সাড়ে পাঁচজন বেস্ট ফ্রেন্ডের একজন। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, বেস্ট ফ্রেন্ড হবে একজন। সে নিয়ম বদলে গিয়েছে। বদলাবে না কেন? এখন 'ফ্রেন্ড'-এর সংখ্যা বেড়েছে। বাবা-কাকাদের সময় পাড়া আর স্কুলকলেজের বন্ধুতেই লিস্ট শেষ হত, এখন হয় না। এখন নানারকম বন্ধু। ক্লাসে পড়ার সময় ক্লাস ফ্রেন্ড, ফ্ল্যাটে থাকার কারণে ফ্ল্যাট ফ্রেন্ড, কম্পিউটারে চ্যাট করার জন্য চ্যাট ফ্রেন্ড, কোচিংয়ে পড়তে হয় বলে কোচিং ফ্রেন্ড। আর কিছু বন্ধু থাকে যারা 'আজ আছে, কাল নেই' টাইপ, এরা হল ফ্লোটিং ফ্রেন্ড। এত বন্ধু থাকলে 'বেস্ট ফ্রেন্ড'-এর সংখ্যা তো বাড়বেই। অনুলিপি হল সীমন্তিনীর কোচিংয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড। একমাত্র তাকেই সীমন্তিনী রায়ানের কথা বলেছে।

ঘটনা শুনে অনুলিপি বলল, "কতদিন?"

সীমন্তিনী লজ্জা পাওয়া মুখে বলল, "কতদিন মানে?"

অনুলিপি গম্ভীর গলায় বলল, "প্রেম কতদিনের?"

"বেশিদিন নয়, একমাস।"

অনুলিপি বলল, "পরীক্ষা নিয়েছিস?" সীমন্তিনী আকাশ থেকে পড়ল। টানা-টানা চোখ বড় করে বলল, "পরীক্ষা! পরীক্ষা নিয়ে কী করব?

পরীক্ষার সাজেশন নিতে গিয়েই তো ঘটনা ঘটেছে। একদিন রায়ান আমাকে বলল, তার কাছে নাকি কেমিস্ট্রির খুব ভাল সাজেশন আছে। লাগলে দিতে পারে।"

অনুলিপি ভুরু কুঁচকে বলল, "কোচিংয়ে আমরা এতজন ছেলেমেয়ে থাকতে, তোকে কেন সাজেশন দিতে চাইল।"

সীমন্তিনী ঠোঁটের কোণায় হেসে বলল, "এটাই তো আমি জানতে চেয়েছিলাম। আর তখন..."

অনুলিপি থমকে যাওয়া সীমন্তিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তখন কী? বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি?"

সীমন্তিনী ঝলমলে হেসে বলল, "যাহ, এখন ওরকম ন্যাকা-ন্যাকা কথা কেউ বলে নাকি? বললে, প্রেম-ট্রেম তো দূরের কথা, কোনওদিন ওই ছেলের মুখের দিকে তাকাতাম না।"

অনুলিপি কৌতুহল নিয়ে বলল, "তবে? কী বলল রায়ান?"

"কিছুই বলেনি, চুপ করে ছিল।"

অনুলিপি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি, সাইলেন্ট কেস। নিঃশব্দে প্রেম নিবেদন। এটাই সন্দেহজনক।"

সীমন্তিনী অবাক হয়ে বলল, "সন্দেহজনক! এর মধ্যে তুই সন্দেহের কী পেলি?" "এখনও পাইনি, তবে ভবিষ্যতে পাব না এমনটাও নিশ্চিন্তে বলতে পারছি না। নিঃশব্দ প্রেম একটা জটিল কেস। রায়ান কি আর অন্য কাউকে এই প্রেম নিবেদন করেনি? শুধু তোকেই করেছে?"

সীমন্তিনী এবার বিরক্ত হয়ে বলল, "তোর যত বাজে কথা। রায়ান সেরকম ছেলেই নয়।"

অনুলিপি চোখ কপালে তুলে বলল, "বাপ রে, একমাসেই চিনে ফেললি কেমন ছেলে! সরি, আমি তোর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। সীমন্তিনী। সাজেশন তো শুধু কেমিস্ট্রির হয় না, ম্যাথসের হয়, ফিজিক্সের হয়। যাদের বায়োলজি ফোর্থ সাবজেক্ট, তাদের বায়োলজিতেও হয়। সেই সাবজেক্টের কারণে ক্রাশ হলে বলে ফোর্থ সাবজেক্ট প্রেম। যাক ওসব কথা। আর কাকে-কাকে রায়ান অকাতরে সাজেশন বিলি করেছে?"

সীমন্তিনী রেগে গিয়ে বলল, "তুই একটা ভাল ছেলের নামে এসব বলছিস কেন? সত্যি যদি অন্য কাউকে ও সাজেশন দিত, আমি কি জানতাম না?" অনুলিপি হেসে বলল, "কী করে জানবি? সাইলেন্ট প্রেম জানা যায়? তোরটা আমরা জানতে পেরেছি? এই প্রেম শুধু যে বলে আর যে শোনে, সেই দু'জন বুঝতে পারে।"

সীমন্তিনী একটু থম মেরে গেল। কথাটা শুনতে ভাল লাগছে না, আবার যুক্তিটা ফেলাও যাচ্ছে না। সত্যি-সত্যি রায়ান আর কাউকে. না না, তা কী করে হবে? রায়ানের সঙ্গে তার কত কথা হয়। যেদিন কোচিং থাকে না, সেদিন মোবাইলে হয়, কম্পিউটারে হয়, না হলে মেসেজে হয়। একদিন তো মোবাইলে চুমুও খেয়েছে। ফোন ছাড়ার পর কতক্ষণ যে গা শিরশির করেছে!

অনুলিপির কথায় ঘাবড়ে এসব ছাইপাশ ভাবা মোটেও ঠিক নয়। হিংসুটি একটা। বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কিছু বলতে পারছেন। নর্মাল ফ্রেন্ড হলে এতক্ষণে নিশ্চয় ঝগড়া করে কথা বন্ধ করে দিত। বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে চট করে কথা বন্ধ করা যায় না। তবু সীমন্তিনী জোর গলায় বলল, "রায়ান কিছুতেই এ কাজ করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না।" অনুলিপি খানিকক্ষণ সীমন্তিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর পজিশন তো খুবই খারাপ দেখছি রে। ভয় হচ্ছে, পরে মেয়ে দেবদাস না হয়ে যাস!"

"পজিশন খারাপ তো খারাপ, তোর কী? তোকে রায়ানের কথা বলাই উচিত হয়নি।"

অনুলিপি ঠান্ডা গলায় বলল, "খুবই উচিত হয়েছে। তোর অবস্থা যাতে আর খারাপ না হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে না? সেই কারণেই বলছি, ওই ছেলের একটা পরীক্ষা নিয়ে নে। এগজামিনেশন উইদাউট সাজেশন, সব আশঙ্কা দূর হয়ে যাক, তুই জেনে নিশ্চিন্ত হ', রায়ান তোর এবং শুধুই তোর। তার কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি সব তোর জন্য। আর পরীক্ষায় যদি দেখিস গড়বড়ে রেজাল্ট, তা হলে এখনই মানে-মানে কেটে পড়ে। না হলে একদিন দেখবি, ওই ছেলেই সাইলেন্টলি কেটে পড়েছে, যাকে বলে নিঃশব্দে পলায়ন।"

সীমন্তিনী গুম মেরে যায়। তার মন খারাপ লাগছে। একটু কান্না-কান্নাও পাচ্ছে। অনুলিপি এসব কী বলছে। রায়ান কেটে পড়বে কেন? আবার অনুলিপির কথাগুলো ফেলতেও পারছে না। কী হবে? সীমন্তিনী কাঁদো-কাদো গলায় বলল, "আমি ওসব পরীক্ষা-টরীক্ষা নিতে পারব না। অন্য কিছু বল। রায়ানকে সরাসরি জিজ্ঞেস করি?"

অনুলিপি হাত তুলে বলল, "খবরদার! ও কাজটিও নয়। জিজ্ঞেস করা মানেই তো সাজেশন দিয়ে ফেললি। রেডি হয়ে যাবে। আর তুই অত রেগে যাচ্ছিস কোন সীমন্তিনী? এটা এক ধরনের খেলা, খেলাটা একটু বিপজনক এই যা। খেলার রেজাল্টেই বুঝতে পারবি, রায়ান কেমন! সে কি তোকে পেয়েই খুশি? নাকি সাইলেন্টলি দিকেদিকে সাইলেন্ট প্রেম বিলি করে বেড়াচ্ছে?" সীমন্তিনীর এবার যেন কেমন-কেমন লাগছে। একে কি সন্দেহ বলে? ক'দিন ধরে মেঘা আর সেঁজুতির সঙ্গে রায়ান হেসে-হেসে কথা বলছে না? বলছেই তো। সেদিন কোচিংয়ে স্যার আসার আগে মেঘা রায়ানের কাঁধে হাত দিয়ে বসেছিল। কেন? ঘরে আর কি কেউ ছিল না? কাঁধ কি রায়ানের একারই আছে? শুধু মেঘা, সেঁজুতি কেন, শ্রীপর্ণা, কঙ্কণার সঙ্গেও তো শনিবার ফুচকা খাচ্ছিল! শ্রীপর্ণা তাকে ডেকে বলল, "তাড়াতাড়ি আয় সীমন্তিনী, আমাদের ফুচকা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। স্পনসর্ড বাই রায়ান সেন।" ফুচকা ফেস্টিভ্যাল! এত আদিখ্যেতা কীসের? তখন মনে হয়নি, আজ মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, বুধবার কোচিংয়ে ঢোকার আগে তানিয়াকে খামে মুড়ে কী একটা দিল না? কী দিল, সাজেশন? আবার সাজেশন! এবার কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সীমন্তিনী মাথা নিচু করল। অনুলিপি হেসে সীমন্তিনীর গায়ে হাত রেখে বলল, "এখনই ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি। আমি জাস্ট একটা পসিবিলিটির কথা বললাম, তার মানে এই নয়, সেটাই ঠিক হবে। এই কারণেই তো তোকে খেলাটা খেলতে বলছি। আমার পরিচিত তিনজন এই খেলায় রেজাল্ট পেয়েছে। বিষয়টা গোপন বলে তাদের নাম বলতে পারব না। তবে একটাই ভয়, খেলার পরে অঘটন কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। সেই

কারণেই খেলাটা ডেঞ্জারাস। তিনজনের মধ্যে দু'জনের প্রেম ঘ্যাচাং হয়ে গিয়েছিল।"

সীমন্তিনী বলল, "আমি কিন্তু এবার কেঁদে ফেলব। অনু। তুই আমার মনের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছিস । অবিশ্বাসের বিষ।"

অনুলিপি মুচকি হেসে বলল, "বেস্ট ফ্রেন্ডের কাজই সাবধান করা। এবার তুই সে কথা কানে ঢোকাবি নাকি ডিলিট করে দিবি, তোর ব্যাপার।"

সীমন্তিনী মিনমিন করে বলল, "খেলাটা কী?"

অনুলিপি গলা নামিয়ে বলল, "গোপেন-ওপেন।"

"গোপেন-ওপেন! সে আবার কী?"

অনুলিপি একটু এগিয়ে এসে বলল, "খেলার নাম। খেলায় একই মানুষের দু'টো অস্তিত্ব থাকবে, ডুয়্যাল এগজিসটেন্স। একটা ওপেন, সবাই জানে। অন্যটা গোপন, কেউ জানে না। গোপন থেকেই নাম হয়েছে গোপেন। ওপেনের সঙ্গে কেমন মজার মিল হয়েছে না?"

সীমন্তিনীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। অনুলিপি এসব কী বলছে! সে বলল, "দু'টো অস্তিত্ব! সে আবার কী রে বাবা! আমি তো তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

অনুলিপি হালকা ধমক দিয়ে বলল, "কোন পারছিস না? কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স তো দিব্যি মাথায় ঢোকে। ঠান্ডা মাথায় শোন, এই খেলায় একই সঙ্গে তোকে দু'জন হতে হবে। একজন হলি তুই, আসল সীমন্তিনী আর অন্যজন হবে নাম না বলা একটা মেয়ে। তুই যখন প্রেম করবি, এই নাম না বলা মেয়েটি রায়ানের কাছে টানা প্রেম চেয়ে যাবে।"

সীমন্তিনী এবার তেড়েফুঁড়ে উঠে বসল, "আমাকে পাগল ভেবেছিস? ইয়ার্কি হচ্ছে? একই সঙ্গে আমি দু'জন সাজব কী করে? ভূত হয়ে? এসব উদ্ভট পরিকল্পনা বাদ, তোর গোপেন-ওপেন চুলোয় যাক।

অনুলিপি হেসে বলল, "উত্তেজিত হোস না। এটা কোনও ব্যাপারই নয়। তুই একটা ফলস মেল আইডি খুলতে পারিস। তারপর একই সঙ্গে তোর নিজের আইডি আর বানানো আইডি থেকে রায়ানের সঙ্গে কথা চালাতে পারিস। তবে আরও সহজ হয়, যদি আর একটা মোবাইল ম্যানেজ করতে পারিস। ফটফট মেসেজেই কাজ হয়ে যাবে।"

সীমন্তিনী বিড়বিড় করে বলল, "ক'টা মেসেজে খেলা হবে?"

অনুলিপি ফিক করে হেসে বলল, "তুমি কখন বুঝতে পারবে তোমার প্রেম সত্যি না মিথ্যে, তা কি অন্য কেউ বলে দিতে পারে? নাহ, প্রেমে পড়ে তুই বোকা হয়ে গিয়েছিস । ভেরি স্যাড! মনে হচ্ছে না, এরকম একটা ডেঞ্জারাস খেলা তুই খেলতে পারবি। বাদ দে। আমার বলাটাই ভুল হল।"

সীমন্তিনী বাড়িতে ফেরার সময় ঠিক করেছে, সে খেলাটা খেলবে।

সমস্যা হল মোবাইল নিয়ে। এই বয়সে কারও দু'টো মোবাইল থাকে না, একটাই অনেক। সীমন্তিনীর কোনও-কোনও বন্ধুর আবার তাও নেই। বাড়ি থেকে দেয় না, কড়া শাসন। সুরঞ্জনা, কৌশিকী, দেবত্রা, পূর্বাশ্রীরা তো ওদের মায়ের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। বেশিক্ষণ কথা বললে মায়েরা কটমট করে চেয়ে থাকে। দেবত্রার মা তো বাড়াবাড়ি রকমের কড়া। দেবত্রা মোবাইলে কথা বলার পর গোয়েন্দাগিরি চলে। নম্বর, মেসেজ সব চেক করা হয়। দেবত্রা অবশ্য তার মধ্যেও স্বস্তিকের সঙ্গে দিব্যি প্রেম চালায়। ওদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে। দেবত্রা সেগুলো সব ফাঁস

করে না। দু-একটা বন্ধুদের বলেছে, যেমন, "ক্যালকুলাসে গোলমাল' মানে হল "তোমার জন্য মন কেমন', 'ফিজিক্সের প্রজেক্ট কমপ্লিট' মানে 'কাল তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি', 'কেমিস্ট্রির বন্ডে আটকেছি' মানে হল 'তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না'... দেবত্রার মা এসব ধরবে কী করে? একটা গা ছমছমে অবস্থার মধ্যে দেবত্রা প্রেম চালিয়ে যায়। এই কারণে তাকে কোনও-কোনও মেয়ে হিংসেও করে। ভাবে, ইস আমাদের মোবাইল না থাকলে ভাল হত। আমরাও এরকম ইন্টারেসটিং পথে প্রেম করতে পারতাম, পদে—পদে ধরা পড়ার ভয়, জোলো প্রেমের চেয়ে ভয়ের প্রেম ঢের ভাল। যাই হোক, মোবাইলের ব্যাপারে সীমন্তিনীর বাড়িতে এত কড়াকড়ি নেই। তার মোবাইল ফোনের উপর কোনও গোয়েন্দাগিরি হয় না। এই ফোন ওপেন, নম্বর সবাই জানে। দ্বিতীয় 'গোপেন ফোন'টা কোথায় পাবে? বন্ধুদের করও কাছ থেকে একদিনের জন্য একটা ফোন আনলে কেমন হয়? এমন কেউ, যার নম্বর রায়ান জানে না! কিন্তু এই বিপজ্জনক খেলার জন্য কেউ কি ফোন ধার দিতে রাজি হবে? মনে হয় না। তা ছাড়া জানাজানি হওয়ার চান্স আছে। রায়ান যে একবার না একবার সেই নম্বরে ফোন করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে? তবে কি খেলা হবে না? এমন সময় সীমন্তিনীর ঠাম্মার মোবাইলটার কথা মনে পড়ে গেল। আরে ঠাম্মার একটা ফোন আছে তো! বাবা ইর্মাজেন্সির জন্য দিয়ে রেখেছে। ঠাম্মা যখন বাড়িতে একা থাকবে, তখন ওটাতে ফোন করে ঠাম্মার খোঁজ নেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় ঠান্মার অবশ্য বিরাট আপত্তি ছিল। তিনি বলেছিলেন, "চুয়াত্তর বছর বয়সে এসব উদ্ভট যন্ত্রপাতির মধ্যে আমি নেই। আমি ও জিনিস ব্যবহার করতে পারব না, করতে চাইও না। আমি তোমাদের খোঁজ ছাড়াই দিব্যি ভাল থাকব।"

সীমন্তিনীর বাবা বলেছিল, "তোমাকে ব্যবহার করতে হবে না। আমরা বাইরে থেকে ফোন করলে শুধু ধরবে। হ্যালো বলে আমাদের চিন্তামুক্ত করবে।" তারপরও ঠাম্মা আপত্তি করেছে। তবে ফোনটা শেষ পর্যন্ত তার কাছে রয়ে গিয়েছে। ফোন সর্বক্ষণই সুইচ অফ করা থাকে, ঠাম্মা পারতপক্ষে খোলে না। যখন সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তখন খুলে দেওয়া হয়। ঠাম্মা আড়চোখে তাকিয়ে ঠেলে সরিয়ে রাখে। সীমন্তিনী দু-একবার বাইরে থেকে ফোন করে দেখেছে। কিছু বলবার আগেই ঠাম্মা গম্ভীর গলায় বলেছে, 'রং নাম্বার।" হাসাতে-হাসতে গড়িয়ে পড়েছে সীমন্তিনী। তবে 'রং নাম্বার' শুনে বুঝতে পেরেছে মানুষটা ঠিক আছে, পড়েটড়ে যায়নি। চোর ডাকাতও বাড়িতে ঢোকেনি। সীমন্তিনী আজি লুকিয়ে ঠাম্মার সেই ফোন নিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে তার টেবিলে পাশাপাশি দু'টো ফোন রাখা, গোপেন আর ওপেন।

প্রথমে ওপেন থেকে রায়নের নম্বরে মেসেজ পাঠাল সীমন্তিনী।

"কাল কখন কোচিংয়ে আসবে?"

মুহূর্তখানেকের মধ্যে উত্তর এল, "যত তাড়াতাড়ি পারি। তুমি দেরি কোরো না।"

কাঁপা হাতে সীমন্তিনী একই মেসেজ পাঠাল অচেনা নম্বর থেকে, "কাল কখন কোচিংয়ে আসবে?" উত্তর আসতে একটু সময় লাগল।

"তুমি কে?"

বুকটা ধক করে উঠল সীমন্তিনীর। সে লিখল, "আমি একটা মেয়ে। তোমার সঙ্গে কোচিংয়ে পড়ি।"

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর এল, "তোমার নাম কী?"

সীমন্তিনীর ভুরু কুঁচকে গেল। নাম জানার এত আগ্রহ কীসের! কোনও গড়বড়? সে লিখল, "চিনতে পারছ না?"

জবাব এল, "না!"

"সেই যে আমার দিকে তুমি চুপ করে তাকিয়েছিলো। মনে পড়েছে?"

রায়ানের জবাব, 'মানে!"

সীমন্তিনী মনে-মনে বলল, দাঁড়াও মানে বোঝাচ্ছি।

সে ঝটপট লিখল, "আমি ভেবেছিলাম, সাইলেন্ট থেকে তুমি আমাকে অনেক কথা বললে। বলোনি?"

উত্তর নেই। এবার নিজের মোবাইল থেকে সীমন্তিনী মেসেজ পাঠাল, "রায়ান, সিনেমা দেখতে যাবে?"

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর এলো, "নো টাইম। সামনে পরীক্ষা।"

ঠোঁট বেঁকাল সীমন্তিনী। বেশি পাকা! দু'ঘণ্টা সিনেমা দেখলে লেখাপড়ার কী এমন ক্ষতি হত? বিরক্ত সীমন্তিনী ঠাম্মার মোবাইল টেনে নিল। রায়ানের মেসেজ ঢুকল, "নাম বললে না?

সীমন্তিনীর রাগে গা রিরি করে উঠল। সে চটপট লিখল, "খুব ছটফটানি দেখছি!"

রায়ানের জবাব এল, "একটা ফোন করব?"

ছেলে আবার ফোন করতে চায়! সীমন্তিনী দাঁত কিড়ামিড় করতে-করতে লিখল, "সরি, মা উঠে পড়বে। উনি খুব রাগী। এত রাতে ছেলেদের

ফোন উনি টলারেট করতে পারেন না। ছেলেটির কান মুলে দেওয়ার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সুতরাং এই নম্বরে ফোন না করাই বুদ্ধিমানের।"

"ওরে বাবা! তা হলে নো রিস্ক। এবার নাম বলো।"

ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে সীমন্তিনী লিখল, "কাল আমার সঙ্গে কফি খাবে?"

লিখেই ভয় করতে লাগল সীমন্তিনীর। রায়ান যদি রাজি হয়ে যায়? তা হলে তো অনুলিপির কথাই একশো পার্সেন্ট ঠিক। তখন কী হবে? ছাড়াছাড়ি? ইস, কেন যে মরতে এই ডেঞ্জারাস খেলাটা শুরু করল! হড়বড়িয়ে নিজের মোবাইল থেকে মেসেজ পাঠাল সীমন্তিনী, "রায়ান, তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে কি আর সাজেশন দিয়েছ?"

অল্প সময়ে উত্তর এল, "অবশ্যই দিয়েছি, কেন?"

দিয়েছে! আবার জিজ্ঞেস করছে কেন! সীমন্তিনীর এত রাগ হল যে, ইচ্ছে করল মোবাইলটা মেঝেতে ছুড়ে ভেঙে ফ্যালে। আচ্ছা, কাল এই সাজেশনের পাতাগুলো ছিড়ে পুড়িয়ে রায়ানকে খামে ভরে দিয়ে দিলে কেমন হয়? বেশ হয়। ঠিক হয়।

নিজেকে কোনওরকমে সামলে সীমন্তিনী গোপন নম্বরে লিখল, "তোমার সাজেশন খুব ভাল।"

উত্তর এলো, "কীসের সাজেশন!"

ন্যাকা! কীসের সাজেশন জানে না যেন! সীমন্তিনী খটখট করে লিখল, "যেগুলো আমাকে দিয়েছ।"

উত্তর এলো, "তুমি কে? তোমার গলার স্বর শুনতে ইচ্ছে করছে।"

সীমন্তিনীর মনে হল, কেঁদে ফেলবে। গলা শুনতে চাইছে! নিজের মোবাইল টেনে নিয়ে লিখল, "রায়ান, তোমার কি এখন আমার গলা শুনতে ইচ্ছে করছে।"

একটু থমকে থাকার পর উত্তর এল, "এত রাতে নো কথা।"

নো কথা! কী মারাত্মক! কী ভয়ানক! আমার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। অথচ অন্য মেয়ের গলা শোনার জন্য মাঝরাতে হ্যাংলামি? সীমন্তিনী কী করবে বুঝতে পারছে না। খেলার রেজাল্ট জানা হয়ে গিয়েছে। ভাবতে-ভাবতে বিপবিপি করে ঠাম্মার ফোনে রায়ানের মেসেজ ঢুকল।

"তুমি কি কাল আমার সঙ্গে একটা সিনেমায় যাবে? তারপর কফি খাব।"

আর পারল না সীমন্তিনী। পারার কথাও নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে দু'টো ফোন। ওপেন আর গোপেন। রাগে, দুঃখে, হিংসায় তার হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে, হাতের কাছে রায়ান থাকলে এতক্ষণে ঠিক আঁচড়ে-খিমচে দিত। রাগ হচ্ছে অনুলিপির উপরও। সে এই ভয়ঙ্কর খেলায় তাকে ঠেলে দিয়েছে। খুব অন্যায়। কী দরকার ছিল, তার রায়ানের গোপন কথা জানার? এখন কী করবে? একটা কাজই করবে, রায়ানকে ফোন করে জানিয়ে দেবে, যার সঙ্গে খুশি সে সিনেমায় যাক, কফি খাক। সীমন্তিনীর সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কোন ফোনটা থেকে করবে? তার নিজেরটা? নাকি গোপনটা? বলতে-বলতে ঠাম্মার ফোন বেজে উঠল। চমকে কানে তুলল সীমন্তিনী। "হ্যালো...হ্যালো..." রায়ানের গলা। কী সাহস! কতবড় পাজি ছেলে। নাম না বলা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন পর্যন্ত করে ফেলল!

সীমন্তিনী চুপ। কীভাবে ঝগড়া করবে? জোরে? নাকি ঠান্ডা, গলায়? এবার রায়ানের ফিসফিসানি ভেসে এলো, "হ্যালো সীমন্তিনী, হ্যালো... চুপ করে আছ কেন? ধরা পড়ে লজ্জা পেলে? চুপ করে তাকিয়ে থাকার কথা শুনেই তো ধরে ফেলেছি। তারপর সাজেশনের কথা বললে শিয়োর হয়ে গেলাম। কেমন ঘাবড়ে দিলাম? হা হা... হ্যালো... সীমন্তিনী... হ্যালো...

সীমন্তিনী চুপ করে আছে। তার লজ্জা করছে, রাগ হচ্ছে, খুব আনন্দ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে, এখনই ছুটে গিয়ে রায়ানকে একটা চুমু খায়। মনে-মনে অনুলিপিকে ধন্যবাদ জানাল সীমন্তিনী। গোপেন-ওপেন না খেললে তার তো জানাই হত না, রায়ান নামে এই পাজি ছেলেটা তাকে গোপনেও অত ভালবাসে। ফোনটা ঠোঁটে রেখে সীমন্তিনী আহ্লাদি গলায় বলল, "রায়ান, আমি তোমাকে মেরে ফেলব।"

ছবি: শুভম দে সরকার